১৯ জুলাই-এর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

আজ ১৯শে জুলাই - বাঙালীর জাতীয় জীবনে এই দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৬৩ সনের এই দিনেই নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেছে কত দিন, মাস, বছর। যুগের সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে সময়ের পরিবর্তন। তৎকালীন পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করে আমাদের দেশ হয়েছে স্বাধীন। কুসংস্কারাচ্ছন্নতার অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ঘটেছে বিজ্ঞানের জয়জয়কার। আধুনিক সমাজজীবনে এসেছে আমূল পরিবর্তন। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে মুহূর্তে আমাদের হাতের মুঠোয় যেন চলে আসে সারা পৃথিবী। অথচ বিভিন্ন সামাজিক টানাপোড়েন, আর্থিক অনটন, হিংসা, লোভ, মানুষে মানুষে হানাহানি আতঙ্কবাদীদের হিংসাত্মক ঘটনায় আমাদের জীবন এমন পর্যুদস্ত যে স্মৃতির অতলতলে হারিয়ে যেতে বসেছে এই বিখ্যাত মানুষটির নাম।

বলাবাহুল্য, বর্তমান সমাজজীবনের নানা উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্যায় অনাচার ও নানারকম অসঙ্গতি প্রসঙ্গে সদা-সর্বদাই তাঁকে মনে পড়ার কথা। কেননা হাসিঠাট্টা ও ব্যাঙ্গবিদ্রূপের মাধ্যমে হাসির কবিতা ও গান রচনা করে সমকালীন সমাজজীবনের ন্যায় অন্যায়কে দ্বিজেন্দ্রলাল যেভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, দেশকাল পাত্র-নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ ও দেশপ্রীতি জাগাতে চেয়েছিলেন বর্তমান মানব সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ও মৈত্রীস্থাপনের দিক থেকে সেগুলির মূল্য অপরিসীম। কিন্তু পরানুকরণপ্রিয় বাঙালী চরিত্র সংশোধনের ইচ্ছায় লেখনীর মধ্য দিয়ে তিনি যে কিছুটা হলেও সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করে গেছেন সেসব কথা অনেকেই হয়ত অবগত নন।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ নবযুগের পুরোহিতবৃন্দের সংস্পর্শে লালিত পালিত দ্বিজেন্দ্রলালের মনে বালক বয়স থেকেই অল্প অল্প করে জেগে ওঠে দেশপ্রীতি। ১২ থেকে ১৭ বৎসর বয়সেই তিনি রচনা করে গেছেন আর্য্যগাথা ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ নামে দুটি কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু সেগুলির মধ্যে কোথাও কোনো কল্পনা বা সাংকেতিকতা নেই। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলী-র বিষাদমগ্ন ও চিন্তান্বিত 'শৈশবজীবনের মতো স্বল্পভাষী ও গম্ভীর কবি দ্বিজেন্দ্রলালও যেন সর্বদাই অন্যমনে ও পীড়িতভাবে আপনাতে আপনি নিমগ্ন থাকতেন।' — কীভাবে পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত করে ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকে ফিরিয়ে আনা যায় —- এই চিন্তায় চিন্তান্বিত ভাবনায় প্রকৃতির রূপশোভা অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে কিছু বন্দনাগীতি তিনি রচনা করে গেছেন। ২য় ভাগে সদ্য বিবাহিত পত্নী সুরবালা দেবীর প্রেমে সুখস্বাচ্ছন্দ্যময় দাম্পত্যজীবনের কিছু কবিতা থাকলেও বাস্তবকেই কঠিন আবেগে স্পন্দিত করেছেন। পত্নীবিয়োগের পর রচিত 'আলেখ্য' ও 'ত্রিবেণী' নামে দুটি কাব্যে অন্তরের বিষাদ অবলম্বনে কল্পনার জাল বোনেননি। 'পেয়েও না পাওয়ার বেদনা' ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাথাবেদনা ও বাৎসল্যরসের অনুভূতিই স্পষ্ট। এই Individualistic প্রবণতাই দ্বিজেন্দ্রলালের নিজস্বতা।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কৃতিত্বের সঙ্গে যথাক্রমে এফ-এ, বি.এ, ইংরেজিতে এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলেতে যান। সেখানে ধারাবাহিকভাবে 'Ingoldsby Legends' নামে ইংরেজি কাব্য প্রকাশ করেন। বিলেতে দেখা বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখে নাটক রচনার প্রেরণা লাভ

করেন তিনি। রবীন্দ্রযুগের কবি ও নাট্যকার হয়েও রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো চরিত্রের মুখ দিয়ে আইডিয়া বা তত্ত্বকথাকে তিনি রূপ দেননি। নাট্যচরিত্রের আনন্দবোনা, উত্তেজনা, নাটকীয় পরিবেশ পরিস্থিতি তিনি গানের মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দেশাত্মবোধক নাটকগুলিতে তিনি সৃষ্টি করেছেন পিতা কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের ন্যায় ঋজু, বলিষ্ঠ, তেজস্বী ও উন্নত চরিত্র। আবার দীর্ঘ তিন বৎসর পর দেশে ফিরে তাঁকে যে নানাবিধ নির্যাতন ভোগ করতে হয় যেমন আত্মীয় স্বজনদের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যবধান বজায় রাখা বা তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করার নির্দেশ দেওয়া সেসব উৎপীড়ন তাঁর সংবেদনশীল মনে যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, 'একঘরে' নামে একটি নকশা রচনা করে তা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন।

কর্মজীবনেও তাঁকে নানা বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়। স্পষ্টভাষায় কথা বলতে গিয়ে বারেবারে বদলি হওয়ার সূত্রেই তিনি লক্ষ্য করেন জমিদারদের অন্যায়ভাবে খাজনা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে অসহায় মানুষের হাহাকার। এই ক্ষোভ ও জ্বালা থেকেই একবার প্রকাশ্য সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন 'Honesty is not the best policy'।

উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও জাত্যাভিমানের প্রাবল্যে বিদেশী অনুকরণকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। তাই বিলেতে লেখাপড়া করে যারা দেশীয় শিক্ষাদীক্ষার, অভ্যাস, সংস্কৃতি, সমাজ ধর্ম ভুলে গিয়ে পরানুকরণে প্রবৃত্ত হয়ে মাতৃভাষায় কথা বলতে পর্যন্ত লজ্জাবোধ করত, সদা ধূতি-পাঞ্জাবী পরিহিত দ্বিজেন্দ্রলাল তাদের ব্যঙ্গবিদ্রূপের কশাঘাত করতে গিয়ে লিখেছিলেন —

''আমরা বিলিতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরণে কাশি।''

আবার নির্যাতিত চাষী বা শ্রমজীবিদের উদ্দেশ্যে সহানুভূতির সুরে তিনি লিখেছিলেন —

''ওরে ও ভাই চাষী ওরে ও ভাই তাঁতী।
পড়িস নাক নুয়ে জানিস এসব
তোদের অন্ন পুষ্ট তোদের বস্ত্র গায়ে
কর্বে তোদের উপর রক্তবর্ণ আঁখি।''

সমাজের রূপরুচি বদলালেও এসব সত্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। বিপথগামী শিক্ষিত তরুণ তরুণীকে বিজাতীয় মোহ থেকে নিবৃত্ত করে স্বদেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করার উদ্দেশ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল যে আপাতবাহ্য হাসির কবিতা ও গানগুলি লিখে গেছেন বর্তমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই অসঙ্গতিগুলি আজও বিদ্যমান।

'কেমন করিয়া এ জাতি আবার মানুষ হইবে' — এই ভাবনায় মনে প্রাণে খাঁটি দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানটিকে স্মরণ করে ১৯শে জুলাই এর পূণ্যলগ্নে তাঁর ভাবনা তথা জাতিকে মানুষ করার চিন্তাকে ছড়িয়ে দেবার সংকল্প গ্রহণ করতে পারলেই হবে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন।

—০—

ডঃ জ্যোৎস্না সাহা বোস